বিহার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ইত্যাদি

বনাম

মেসার্স আইসবার্গ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং অন্যান্যরা ইত্যাদি

(২০১৯ সালের দেওয়ানী আপিল নম্বর ৭৬৪৯-৭৬৫১)

এপ্রিল ২৭, ২০২০

[দীপাক গুপ্তা এবং অনিরুদ্ধ বোস, বিচারপতিদ্বয়]

বিদ্যুৎ আইন, ২০০৩ – ধারা ২(১৫), ৪২(৫) এবং ৫৬ – উচ্চ-ভোল্টেজ বিদ্যুৎ সংযোগ সরবরাহের জন্য চুক্তি – বার্ষিক ন্যূনতম গ্যারান্টি (এএমজি) এবং অন্যান্য চার্জের ভিত্তিতে উত্থাপিত বিল – অ-পরিশোধ/আংশিক অর্থ প্রদান – ০৮.০৯.২০০৬ তারিখে সরবরাহ বিচ্ছিন্ন – ভোক্তা অভিযোগ প্রতিকার ফোরাম অন্যান্য বিষয়ের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাকে আইনত বৈধ বলে ঘোষণা করেছে – আপিলকারী ফোরামের এখতিয়ারকে বিরোধিতা করেছেন – ফোরামের আপিলকারীকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার আদেশ সত্ত্বেও, মাঝে মাঝে সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করা অব্যাহত ছিল এবং বিল উত্থাপন করা অব্যাহত ছিল – অবশেষে, একক বিচারক অন্যান্য বিষয়ের সাথে স্থির করেছ্য যে কিস্তির অনুরোধ বিবেচনা না করে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা অযৌক্তিক ছিল এবং বিবাদীর পক্ষ থেকে এই ধরনের খেলাপি ধারা ৫৬ এর অধীনে "পরিশোধে অবহেলা" গঠন করে না – ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক নিশ্চিত – স্থির করা হয়েছে: ধারা ২(১৫) এ 'গ্রাহক' শব্দটি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে – উত্তরদাতা এই বর্ণনার সাথে খাপ খায় – ফোরামের কাছে যাওয়ার স্থান থেকে তাকে বঞ্চিত করার কোনও কারণ নেই – ব্যবহারের উদ্দেশ্য বিদ্যুতের পরিমাণ বিক্রির জন্য জিনিসপত্র তৈরির জন্য হতে পারে, কিন্তু বিবাদীর নিজস্ব কারখানার জন্য এর ব্যবহার ছিল - তদুপরি, অন্তত প্রথম বিলের ক্ষেত্রে, বিবাদীর এএমজি চার্জ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা নিয়ে কোনও বিরোধ নেই - তবে, কিস্তির জন্য তার উপস্থাপনা ছিল একটি ক্ষমা আবেদনের প্রকৃতির - সুতরাং, হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত যে গ্রাহক ধারা ৫৬-এ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ওয়ারেন্টি প্রদানে অবহেলা করেননি, তা গৃহীত হয়নি - কিন্তু, অবশেষে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার সময়কালের পরে কিস্তি মঞ্জুর করা হয়েছিল - সুতরাং, একবার কিস্তিতে অর্থ প্রদানের জন্য বিবাদীর আবেদন গৃহীত হলে এবং বকেয়া পরিশোধের জন্য চুক্তিতে প্রবেশ করার পরে, এটি প্রদর্শন করে আপীলকারীর কাছে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে বকেয়া পরিশোধ করার জন্য তার ইচ্ছা - হাইকোর্ট সঠিকভাবেই দেখেছে যে ০৮.০৯.২০০৬ তারিখের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কাজটি স্বেচ্ছাচারী ছিল - ডিভিশন বেঞ্চের রায় বহাল - গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তি ফোরাম এবং বিদ্যুৎ ন্যায়পাল নিয়ন্ত্রণ, ২০০৬ - প্রকরণ ২(১)(ছ)।

আপিল খারিজ করে, আদালত

আদেশঃ ১.১) বিদ্যুৎ আইন, ২০০৩-এর ধারা ২ (১৫)-এ 'উপভোক্তা' শব্দটি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। উত্তরদাতা সংস্থাটি এই বর্ণনার সাথে মানানসই। সংস্থাটিকে ফোরামে যাওয়ার অধিকার অস্বীকার করার কোনও কারণ নেই। বিদ্যুৎ ব্যবহারের উদ্দেশ্য হতে পারে বিক্রয়ের জন্য পণ্য উৎপাদন করে, কিন্তু তাদের দ্বারা বিদ্যুৎ ব্যবহার বা ব্যবহার তাদের নিজস্ব কারখানার জন্য ছিল। [অনুচ্ছেদ ১০,১১] [২৪২-এ, সি, এফ]

১.২) এরপরে প্রশ্ন আসে যে ফোরাম কর্তৃক স্থগিতাদেশের আদেশ সত্ত্বেও কোম্পানির সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করা বোর্ডের পক্ষ থেকে অনুমোদিত ছিল কিনা। এর ফলাফল এই পরিপ্রেক্ষিতে ডিভিশন বেঞ্চকে গ্রহণ করা হয়। বোর্ড কোনও সংবিধিবদ্ধ ফোরামের নির্দেশকে উপেক্ষা করতে পারত না এবং কোনও গ্রাহকের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া বৈধ সে সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ধারণা আমদানি করতে পারত না। [অনুচ্ছেদ ১২] [২৪২-জি]

১.৩)তৃতীয় বিষয়টি এই বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্কিত যে কোম্পানিকে এএমজি চার্জ দিতে হয়েছিল কি না সিরিয়ডের সময় তাদের সরবরাহ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে থেমে গিয়েছিল। ফোরাম গ্রাহকদের অবস্থান মেনে নিয়ে ২৯.১০.২০০২ (সরবরাহের সাধারণ শর্তাবলী) তারিখের ৪৭৭ নম্বর প্রজ্ঞাপন উল্লেখ করেছে যে বোর্ড তা করতে পারে না। রিড্রেসাল ফোরাম তার ১২ই ফেব্রুয়ারী ২০০৮-এর আদেশে (যদি না হয়। ১০৮/২০০৭) উক্ত প্রজ্ঞাপনটিকে আংশিকভাবে কোম্পানির পক্ষে ব্যাখ্যা করেছে সংবিধিবদ্ধ ফোরাম বোর্ড কর্তৃক জারি করা নির্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তি নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে একটি সিদ্ধান্তে পরিণত হয়েছে।এই পর্যায়ে আদালতের এই সার্কুলারের প্রয়োগযোগ্যতা এবং ব্যাখ্যার সাথে সম্পর্কিত এই ধরনের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। [অনুচ্ছেদ ১৩,১৫ এবং ১৬] [২৪২-এইচ; ২৪৩-এ; ২৪৪-ডি; এফ ২৪৫-এফ]

১.৪) ধারা ৫৬-এর অধীনে, সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করা হল একটি মামলা দায়ের করে পুনরুদ্ধারের স্বাভাবিক পদ্ধতির পাশাপাশি সরবরাহকারীকে দেওয়া বিশেষ ক্ষমতা। যতদূর পর্যন্ত বিষয় বিতর্ক সম্পর্কিত, উত্তরদাতার বাধ্যবাধকতা নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই কোম্পানি এএমজি চার্জ প্রদান করবে, অন্তত প্রথম বিলের ক্ষেত্রে। কিস্তির জন্য তার প্রতিনিধিত্ব ছিল করুণার আবেদনের প্রকৃতির।শুধুমাত্র এই বিষয়টি বিবেচনা করলে, এই আদালত হয়তো হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত না যে আইনের

৫৬ ধারায় থাকা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার বিধান নিশ্চিত করার জন্য গ্রাহক অর্থ প্রদানে অবহেলা করেননি। কিন্তু উত্তরদাতা সংস্থার ক্ষেত্রে, অবশেষে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার সময়কালের পরে কিস্তি মঞ্জুর করা হয়েছিল। একবার কিস্তি প্রদানের আবেদনটি গৃহীত হলে এবং বকেয়া পরিশোধের জন্য চুক্তি করা হলে, এটি আপিল বোর্ডের কাছে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে কোম্পানির পক্ষ থেকে বকেয়া পরিশোধ করার ইচ্ছাকে প্রদর্শন করে। দীর্ঘ সময় ধরে বিষয়টি মুলতুবি রাখার পরে কোম্পানির এই ধরনের আবেদন গ্রহণ করা হয়েছিল।এই পরিস্থিতিতে, হাইকোর্ট তার সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল যে ৮ই সেপ্টেম্বর ২০০৬-এর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার আইনটি স্বেচ্ছাচারী ছিল। পাটনা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় বহাল ছিল। [পারস ১৯-২১] [২৪৭-সি, জি-এইচ; ২৪৮-এ-সি]

কর্পোরেশন অফ দ্য সিটি অফ নাগপুর বনাম নাগপুর ইলেকট্রিক লাইট অ্যান্ড পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড এওয়াইআর ১৯৫৮ বম্বে ৪৯৮; অ্যামালগ্যামেটেড কমার্শিয়াল ট্রেডার্স বনাম এ. সি. কে. কৃষ্ণস্বামী ১৯৯৫ (XXV) সিসি ৪৫৪; লক্ষ্মীকান্ত রেভচাঁদ ভোজওয়ানি এবং অন্য একটি বনাম প্রতাপসিং মোহনসিংহ পরদেশী (১৯৯৫) ৬ এসসিসি ৫৭৬-উল্লেখ করা হয়েছে।

<u>মামলা প্রসঙ্গঃ</u>

(১৯৯৫) ৬ এস. সি. সি ৫৭৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের দেওয়ানী আপিল নম্বর ৭৬৪৯-৭৬৫১,

পাটনা হাইকোর্ট এর বিচারবিভাগের ০৭.০২.২০১৩ তারিখের চূড়ান্ত আদেশ থেকে, ২০১১ সালের ৫২১ নম্বর পেটেন্ট আপিল, ২০১০ সালের ১৪৯০ নম্বর এবং ২০১০ সালের ১৪৯১ নম্বরে।

নবীন প্রকাশ, অভিষেক বিকাশ, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

নিখিল নায়ার, প্রবীণ আইনজীবী সুস্মিত পুষ্কর, অঞ্জিত ওসওয়াল, শ্রীমতী এস নওসাদ, শ্রীমতী ভাবনা মিশ্র, অভিনয় মুখার্জি, শ্রীমতী প্রতিষ্ঠা ভিজ, বিহু শর্মা, সমর্থ খান্না, বিসি বিদ্যা সাগর, মণীশ কুমার, শ্রীকান্ত এস, আইনজীবীরা উত্তরদাতাদের জন্য।

আদালত কর্তৃক রায় প্রদান করেন

অনিরুদ্ধ বোস,বিচারপতি

এই আপিলগুলি পাটনা হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত, যেখানে বিজ্ঞ একক বিচারকের সিদ্ধান্তকে বাস্তবে সমর্থন করা হয়েছে, যেখানে বিহার রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ডকে বার্ষিক ন্যূনতম গ্যারান্টি (এএমজি) এবং কিছু অন্যান্য চার্জ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রথম বিবাদীর বাধ্যবাধকতা থেকে উদ্ভূত বিরোধের ক্ষেত্রে তিনটি রিট আবেদনের নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। আপিলকারী ছিলেন বোর্ড। আইসবার্গ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (কোম্পানি) কর্তৃক সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ, যা তারা অবৈধ বলে যুক্তি দিয়েছিল, একক বিচারক কর্তৃক বহাল রাখা হয়েছিল এবং প্রথম আদালত কর্তৃক এটিও বহাল রাখা হয়েছিল যে বোর্ডের গণনা অনুসারে উক্ত কোম্পানিটি এএমজি এবং কিছু অন্যান্য চার্জ প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ ছিল না। ডিভিশন বেঞ্চের রায় ৭ই ফেব্রুয়ারী ২০১৩ তারিখে দেওয়া হয়। কোম্পানিটি আপিলকারী বোর্ডের সাথে ১৬ই এপ্রিল ২০০৪ তারিখে ১,০০০ কেভিএ বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এটি ছিল উচ্চ-ভোল্টেজ বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য। একটি ব্রুয়ারি স্থাপনের জন্য সংযোগ। কোম্পানিতে সরবরাহ ০৬.০৫.২০০৫ তারিখে চালু করা হয়। তিনটি রিট পিটিশনের সাথে জড়িত বিরোধ - যা এই আপিলের জন্ম দেয় - ১৭ই এপ্রিল ২০০৬ তারিখের ২৭,১১,৮১৪/- টাকার বিল থেকে। আপিলকারী এএমজির কাছে এটি উত্থাপন করেছিলেন - এবং ০৬.০৫.২০০৬ তারিখের মধ্যে পরিশোধযোগ্য ছিল। কোম্পানি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে এর অর্থ পরিশোধ করেনি। এএমজি এবং বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে বোর্ড কর্তৃক ১৫ মে, ২৬ মে এবং ২৯ জুন ২০০৬ তারিখে তিনটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল।কোম্পানিটি ২৯ জুলাই ২০০৬ তারিখে ব্যবসায়িক কিছু জটিলতার কথা উল্লেখ করে দশ মাসিক কিস্তিতে এএমজি বাবদ তাদের পাওনা পরিশোধের জন্য আবেদন করে। ১৪,৭১,৯৫২/- টাকা পর্যন্ত বকেয়া পরিশোধ করা হয়েছিল। বিদ্যুৎ আইন, ২০০৩ (আইন) এর ৫৬ ধারার অধীনে পরবর্তী সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার বিজ্ঞপ্তি ২৩ আগস্ট ২০০৬ তারিখে এএমজি বাবদ পরিশোধ না করার জন্য ৩৩,৩৮,৫৭২/- টাকা এবং বিলম্বিত পেমেন্ট সারচার্জ (ডিপিএস) পরিশোধের জন্য কোম্পানির কাছে পাঠানো হয়েছিল। ১ সেপ্টেম্বর ২০০৬ তারিখে আরেকটি বিল উত্থাপন করা হয়েছিল, যার জন্য নির্ধারিত তারিখ ছিল ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৬। বিলের পরিমাণ ছিল ১০,০০০ টাকা। ৩৭,০০,৯২৩/- টাকা এবং বিলের হিসাব ছিল - এএমজি, ডিপিএস এবং এনার্জি চার্জ। তবে, কোম্পানির সরবরাহ ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৬ তারিখে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। ৬ সেপ্টেম্বর নাকি ৮ সেপ্টেম্বর এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল তা নিয়ে কিছুটা সন্দেহ রয়েছে, তবে এই আপিলগুলির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের তেমন কোনও গুরুত্ব নেই।

২) আপিলের রায়ের নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে তৈরি নথি থেকে তিনটি আবেদনের বাস্তব পটভূমি প্রকাশিত হবে:

"পরবর্তীকালে ১৯.২০০৬-এ একটি নতুন বিল উত্থাপিত হয়েছিল যার মধ্যে বর্তমান চার্জ সহ মোট ৩৭,০০,৯২৩/-টাকা এর জন্য ১৭.৪.২০০৬ বিলের অধীনে এ.এম.জি. এবং ডি.পি.এস. -এর বকেয়াও অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরিশোধের জন্য নির্ধারিত তারিখ ছিল ২০.৯.২০০৬। বোর্ড ২৩.৮.২০০৬-এর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ৬.৯.২০০৬-এ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। 'এরপরে বোর্ড ২৬.৮.২০০৬ তারিখের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে এবং কিস্তির সুবিধা মঞ্জুর করে। কিস্তিতে এ.এম.জি. এবং ডি.পি.এস. প্রদানের জন্য ১১.৪.২০০৭-এ পক্ষগুলির মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ৭ মাস পরে ১৬৪.২০০৭-এ সংযোগ পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। এটি বিতর্কিত নয় যে ১৭.৪.২০০৬ তারিখের বিলের অধীনে অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

এরপর ৪.৫.২০০৭ তারিখে বোর্ড কর্তৃক ১.১১.২০০৬ থেকে ৩০.৪.২০০৭ তারিখের সংযোগ বিচ্ছিন্ন সময়ের জন্য ন্যূনতম গ্যারান্টি চার্জ/বেস চার্জ হিসেবে ৭০,২৩,১৪৯/-টাকা এবং ২০০৬-০৭ অর্থবছরের (যার মধ্যে আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ২০০৬ এর সংযোগ বিচ্ছিন্ন সময়ের জন্য চার্জও অন্তর্ভুক্ত ছিল) জন্য ১৮,০২,৫৮২/- টাকা একটি নতুন বিল উত্থাপন করা হয়। এভাবে মোট বিলের পরিমাণ ছিল ৮৮,৩৮৯,৫২৮/- টাকা। পরিশোধ না করার জন্য ২২.৫.২০০৭ তারিখে একটি নতুন সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। আইনের অধীনে শিল্পটি ফোরামে আবেদন করে। ১২.২.২০০৮ তারিখের আদেশ অনুসারে ফোরাম ২০০৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ন্যূনতম চার্জ পরিশোধের জন্য শিল্পকে দায়ী করে। ২০০৬ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০০৭ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ন্যূনতম চার্জগুলি খারাপ বলে গণ্য করা হয়েছিল। শিল্পটি, আদেশ দ্বারা যতটা সংক্ষুব্ধ ছিল, ২০০৮ সালের সি.ডাব্লিউ.জে.সি.৪৬৩৭-এ এটি নিয়ে প্রশ্ন তোলে। বোর্ড কর্তৃক আদেশের শেষ অংশটি বিরোধিতা করা হয়নি।

১৯.৩.২০০৮ তারিখে, ২০০৬ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০০৭ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ১.৩৩ কোটি টাকা এএমজি এবং ডিপিএস সহ পরিশোধ না করার জন্য একটি নতুন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, যা ফোরাম কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি। বোর্ড বর্তমান খরচ চার্জ গ্রহণ করতেও অস্বীকৃতি জানায়। ফোরামের আদেশের বিপরীতে দাবির ভিত্তিতে, বোর্ড ২.৪.২০০৮ তারিখে দ্বিতীয়বারের মতো বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে।

২০০৮ সালের ফোরাম সি.ডাব্লিউ.জে.সি. ৭৩১৪ এর ১২.২.২০০৮ তারিখের আদেশ অমান্য করার পর, বোর্ড ৫.৫.২০০৮ তারিখে এই বিষয়ে প্রশ্ন তুলে দায়ের করে। রিট আবেদনে বলা হয়নি যে বোর্ড ইতিমধ্যেই আদেশ অমান্য করেছে এবং

নতুন সংশোধিত বিল না তুলে সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করেছে। রিট পিটিশনে ফোরামের আদেশের অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশের জন্য কোনও অনুরোধ করা হয়নি।

২০০৮ সালের ১৫.৫.২০০৮ তারিখে সি.ডাব্লিউ.জে.সি.৪৬৩৭-এ ৩৫ লক্ষ টাকার অন্তর্বর্তীকালীন জমার নির্দেশ অনুসারে, ২৪.৫.২০০৮ তারিখে বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরুদ্ধার করা হয়। ২২.৫.২০০৯ তারিখে আবার ১.৪৭ কোটি টাকার নতুন বিল উত্থাপন করা হয় এবং সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হয়। এতে ফোরাম কর্তৃক অনুমোদিত সময়ের জন্য এ.এম.জি.এবং ডি.পি.এস. অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে ২.৪.২০০৮ থেকে ২৩.৫.০৮ তারিখ পর্যন্ত পরবর্তী সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য এ.এম.জি.এবং ডি.পি.এস. চার্জও অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিল্পটি আবার ফোরামের সামনে একই বিরোধিতা জানায়। ১২.৬.২০০৯ তারিখে ফোরাম এই দাবি স্থগিত করে। ফোরামের আদেশকে বিরোধিতা না করে, বোর্ড সম্পূর্ণরূপে বর্তমান অর্থ প্রদানও গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, ১.৮২ কোটি টাকার বকেয়া দেখিয়ে দেয় এবং ৭.৮.২০০৯ তারিখে আবারও শিল্পের সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। শিল্পটি ২০০৯ সালের সি.ডাব্লিউ.জে.সি.৯৭৪২ নম্বরের বিরুদ্ধে আবেদন করেছিল। আদালতের আদেশ অনুসারে ৮০ লক্ষ টাকা জমা দেওয়া হয়েছিল এবং ১.১২.২০০৯ তারিখে বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। তাই শিল্পটি ৭.৮.২০০৯ থেকে ৩০.১১.২০০৯ পর্যন্ত সংযোগ বিচ্ছিন্ন সময়ের জন্য এ.এম.জি.এবং ডি.পি.এস. চার্জ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিল। বর্তমান আপিলের অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ অনুসারে আরও ৪০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।"

৩) একক বিচারক কিস্তির জন্য অনুরোধ বিবেচনা না করে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কাজটিকে অযৌক্তিক বলে মনে করেন। এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যে কোম্পানির পক্ষ থেকে এই ধরনের খেলাপি ২০০৩ সালের আইনের ৫৬ ধারায় বিবেচিত "অবহেলা, অর্থ প্রদান" নয়। ১লা সেপ্টেম্বর ২০০৬-এ উত্থাপিত নতুন বিলে অর্থ প্রদানের নির্ধারিত তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৬ দেখানো হয়েছিল। তবে ২৩ আগস্ট ২০০৬-এর আগের বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে ৬ই সেপ্টেম্বর ২০০৬-এ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। এই দাবিগুলি অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হয়েছিল। আইনের ৪২ (৫) ধারার অধীনে গঠিত ফোরামের আদেশের বিপরীতে উত্থাপিত দাবিগুলিও একক বিচারক দ্বারা অবৈধ বলে বিবেচিত হয়েছিল।

৪) আপিল বেঞ্চ, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, খুঁজে পেয়েছেঃ-

১৯.৩.২০০৮ তারিখের বিলটিতে ১.১১.২০০৬ থেকে ৩.৪.২০০৭ সময়ের জন্য এ.এম.জি. এবং ডি.পি.এস. অন্তর্ভুক্ত ছিল, ফোরামের আদেশের বিপরীতে অবৈধ হওয়ায়, শিল্পটি একই অর্থ প্রদানের জন্য কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। ২.৪.২০০৮-এ পরবর্তী সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবৈধ হয়ে যায়। আশ্চর্যজনকভাবে, বোর্ডের কর্মকর্তারা ২২.৫.২০০৯ তারিখের বিলে ফোরামের আদেশ অমান্য করে ফোরাম কর্তৃক অনুমোদিত সংযোগ বিচ্ছিন্নতার সময়কালের জন্য

এ.এম.জি. এবং ডি.পি.এস পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করে এবং ২.৪.২০০৮ থেকে ২৩.৫.২০০৮ পর্যন্ত অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নতার সময়কালের জন্য পরবর্তী অবৈধ বিলটিও পুনরাবৃত্তি করে। আবেদনকারী আবারও ফোরামের সামনে এই বিলটিকে বিরোধিতা করেন যা ১২.৬.২০০৯ তারিখে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ স্থগিত করে। বোর্ডের কর্তৃত্ববাদ স্পষ্ট অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে এবং ৭.৮.২০০৯ তারিখে পুনরায় সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এর ফলে ২০০৯ সালের সিডব্লিউজেসি ৯৭৪২ চালু হয়। আদালতের নির্দেশে ৮০ লক্ষ টাকা প্রদানের পর ১.১২.২০০৯ তারিখে সরবরাহ পুনরুদ্ধার করা হয়। ৭.৮.২০০৯ থেকে ৩০.১১.২০০৯ তারিখ পর্যন্ত সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণকে অবৈধ ঘোষণা করার জন্য আর কোনও আলোচনার প্রয়োজন নেই। আমরা লক্ষ্য করতে বাধ্য যে বোর্ডের কর্মকর্তারা যখন দ্বিতীয়বার আইনগত কর্তৃপক্ষের আদেশের চরম অমান্য করেছেন, তখন এটি বিপজ্জনক নির্বাহী চিন্তাভাবনার ইঙ্গিত দেয়। আমরা আশা করি বোর্ডের কর্মকর্তারা তাদের বোকামি বুঝতে পারবেন এবং বিচক্ষণতার সাথে কাজ করবেন, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রশাসনিক দুঃসাহসিকতার চেষ্টা না করা হয়।

বোর্ডের প্রতি ন্যায্যতার খাতিরে, আমাদের অবশ্যই ফোরামের আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা ২০০৮ সালের সি.ডাব্লিউ.জে.সি. ৭৩১৪-এর বিচার করতে হবে। বিতর্কিত রায় থেকে মনে হয় না যে বোর্ডের সাথে একমত না হওয়া ছাড়া এর বিরুদ্ধে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিরোধিতা করা হয়েছিল। এমনকি আমাদের সামনেও ফোরামের আদেশ কেন ভুল ছিল তা নিয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিরোধিতা করা হয়নি। আমাদের সামনে একমাত্র কারণ ছিল যে ফোরামের আদেশটি এইচ.টি. সংযোগের জন্য পক্ষগুলির মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির পরিপন্থী ছিল। বোর্ডের প্রধান কর্তব্য ছিল হয় ফোরামের আদেশ মেনে চলা এবং তারপর এটিকে বিরোধিতা করা অথবা পর্যায়ক্রমে অবিলম্বে আদেশকে বিরোধিতা করা এবং আদেশ স্থগিত করা। উভয় দিক থেকেই এর আচরণকে চরমভাবে 'অনিচ্ছুক' বলে প্রমাণিত হয়েছে। সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে একটি এড়িয়ে যাওয়া এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে অস্পষ্ট বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল। রিট আবেদন দাখিলের আগে তারিখের কোনও বিবরণ উল্লেখ করা হয়নি অথবা এটি ইতিমধ্যেই আদেশ অমান্য করেছে। যদি বোর্ড 'আইনগত আধা-বিচারিক আদেশের বিরুদ্ধে আইনের সুরক্ষা' চাইছিল, তাহলে তাকে প্রথমে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হয়েছিল। আইন লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি অবাধ্যতা টিকিয়ে রাখার জন্য আইনের আশ্রয় নিতে পারবেন না। তাই বোর্ডের দায়ের করা রিট আবেদনটিও এই কারণে খারিজ করার যোগ্য ছিল।

বোর্ড কর্তৃক নির্ভরযোগ্য (সাউথকো) (উপরে) মামলাটি বর্তমান মামলার সাথে সম্পর্কিত নয়। "রাজস্ব কেন্দ্র" শব্দটি

বিদ্যুতের অননুমোদিত ব্যবহারের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছিল। একইভাবে কেসোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ (উপরে) একটি কর সংক্রান্ত আইন নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত। একইভাবে রেমন্ড (উপরে) এবং গ্রিন ইন্ডাস্ট্রিজ (উপরে) বোর্ড কর্তৃক অবৈধভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার সময়কালের জন্য ন্যূনতম গ্যারান্টি চার্জ প্রদানের বাধ্যবাধকতার সাথে সম্পর্কিত ছিল না।

রিট কোর্টের যুক্তি এবং অনুসন্ধানগুলি নিশ্চিত করে, আমরা মনে করি যে প্রাথমিক সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ নিজেই অবৈধ, বোর্ডের কোনও এএমজি এবং ডিপিএস কেবল সেই সময়ের জন্য নয়, প্রতিটি এবং পরবর্তী প্রতিটি সময়ের জন্যও অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার অধিকার নেই, কারণ এটি বিলগুলি সংশোধন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। রায়ের চূড়ান্ত অনুচ্ছেদে রিট কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশাবলী কোনও হস্তক্ষেপের আহ্বান জানায় না।

৫)আমাদের সামনে তিনটি বিষয় উঠে আসে, যা আমাদের সমাধান করতে হবে। প্রথমটি হল এএমজি এবং ডিপিএস সম্পর্কিত বিরোধের ক্ষেত্রে কোম্পানিটি কি রিড্রেসাল ফোরামের এখতিয়ার আহ্বান করতে পারত, যার মধ্যে রয়েছে আইনের ৫৬ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার প্রশ্ন। দ্বিতীয় বিষয়টি হল, স্থগিতকরণ অর্থ প্রদানের আবেদন পাওয়ার পরে, এই ধরনের প্রতিনিধিত্ব মোকাবেলা না করে গ্রাহককে সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে কিনা। তৃতীয় বিষয়টি হল যে এএমজি গ্রাহককে সরবরাহ বিচ্ছিন্ন থাকার পুরো সময়ের জন্য কোম্পানি দ্বারা প্রদেয় ছিল কিনা।

৬)কোম্পানির বকেয়া পরিশোধের জন্য কিস্তি মঞ্জুর করার অনুরোধ বোর্ড কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় এবং সেই লক্ষ্যে কোম্পানি এবং বোর্ডের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ৩৭,০৯,০২৭/- টাকার বকেয়া পরিশোধের জন্য দশটি কিস্তিতে। এই চুক্তির তারিখ ১১ এপ্রিল ২০০৭। এই চুক্তির একটি অনুলিপি কোম্পানির পাল্টা হলফনামায় সংযুক্তি R১১ করা হয়েছে। প্রথম কিস্তি পরিশোধের পর, ১৬ এপ্রিল, ২০০৭ তারিখে কোম্পানির সরবরাহ লাইন সক্রিয় করা হয়। ০৪.০৫.২০০৭ তারিখের আরেকটি বিল কোম্পানির কাছে ১ ডিসেম্বর ২০০৬ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০০৭ পর্যন্ত সময়ের জন্য ন্যূনতম মাসিক বেস চার্জ, ২০০৬-২০০৭ সালের জন্য এ.এম.জিচার্জ এবং এই বিলের অধীনে মোট দাবিকৃত পরিমাণ ছিল ৮৮,৩৮৯,৫২৮/- টাকা। কোম্পানিটি ৪ মে, ২০০৭ তারিখের বিল পরিশোধ না করায় আইনের ৫৬ ধারার অধীনে পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ২২.০৫.২০০৭ তারিখে জারি করা হয়। এরপর কোম্পানিটি ৪ মে, ২০০৭ তারিখের বিজ্ঞপ্তির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ভোক্তা অভিযোগ প্রতিকার ফোরামের দ্বারস্থ হয়। তাদের আবেদন ২০০৭ সালের মামলা নং ১০৮ হিসেবে নথিভুক্ত করা হয় এবং প্রাথমিকভাবে ফোরাম দাবিটি স্থগিত করে। ১২ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ তারিখের চূড়ান্ত আদেশে, ফোরাম নিম্নলিখিত শর্তে তার সিদ্ধান্ত দেয়:-

১)০৮.০৯.২০০৬-এ আবেদনকারীর বৈদ্যুতিক লাইনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা "বৈধ"

২) ০৮.০৯.২০০৬" সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার তারিখটি চুক্তি নির্ধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি হিসাবে পাওয়া গেছে।

৩) আবেদনকারী/গ্রাহক ২০০৬-এর সেপ্টেম্বর ও ২২০৬ এর অক্টোবর মাসের এএমজি চার্জ এবং ২০০৬-এর নভেম্বর মাসের মাসিক ন্যূনতম বেস চার্জ অর্থাৎ লাইন বিচ্ছিন্ন হওয়ার মাস থেকে তিন মাসের জন্য শক্তি বিল প্রদানের জন্য দায়বদ্ধ।

৪) বোর্ডের বিজ্ঞপ্তি নং-৪৭৭ তারিখের ২৯.১০.২০০২ এবং চিঠি নং-৭৯৩ তারিখের ২২.১০.২০১৩ - উভয়ই বিহার রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ড, পাটনার সচিবের স্বাক্ষরে জারি করা হয়েছে; ১৬.০৪.২০০৭ তারিখে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এবং পুনঃসংযোগ চার্জ সহ প্রথম কিস্তির পরিমাণ গ্রহণ করে পুনঃসংযোগ করা বোর্ডের নির্দেশের স্পষ্ট লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হয়েছে, কারণ আবেদনকারীর বৈদ্যুতিক লাইনটি ৮.০৯.২০০৬ থেকে ১৫.০৪.২০০৭ পর্যন্ত অর্থাৎ ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে বিচ্ছিন্ন ছিল।

৫) বিদ্যুৎ পাওয়ার সুবিধা/সরবরাহের জন্য আবেদনকারীর যে কোনও অনুরোধকে বিবেচনা করা উচিত ছিল, কারণ নতুন আবেদনকারীর ক্ষেত্রে এবং পুনরায় সংযোগটি অনুপযুক্ত বলে মনে করা হয়।

৬) ২০০৬ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০০৭ সালের মার্চ পর্যন্ত মাসিক ন্যূনতম বেস চার্জ অবৈধ এবং প্রত্যাহারের জন্য দায়বদ্ধ বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কারণ সংযোগটি ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে দেওয়া হয়েছিল।

৭) আবেদনকারীকে যদি ছাড়ের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য বলে মনে করা হয়, তাহলে শিল্প নীতি প্রস্তাব "২০০৬ অনুযায়ী মাসিক ন্যূনতম বেস চার্জ প্রদান থেকে ছাড়ের সুবিধা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

২০০৮ সালের ২রা এপ্রিল কোম্পানিকে সরবরাহ আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়। আবেদনকারী এবং উত্তরদাতা কোম্পানি উভয়ই পাটনা হাইকোর্টের সাংবিধানিক রিট এখতিয়ার আহ্বান করে ফোরামের আদেশকে আক্রমণ করেছিল। ২০০৮ সালের সিডব্লিউজেসি ৪৬৩৭ হিসাবে নিবন্ধিত কোম্পানির রিট পিটিশনটি আদেশের সেই অংশটিকে বিরোধিতা করেছিল যেখানে ৮ই সেপ্টেম্বর ২০০৬-এ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছিল। বোর্ডের রিট পিটিশনটি ২০১৮ সালের সিডব্লিউজেসি ৭৩১৪ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। এই রিট আবেদনে, বোর্ড বিরোধ নিষ্পত্তি ফোরামের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল

যে কোম্পানিটি তাদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে না। তারা ফোরামের আদেশটিও বাতিল করতে চেয়েছিল যার মাধ্যমে ৪ঠা মে ২০০৭ তারিখের শক্তি বিল বাতিল করা হয়েছিল।

কোম্পানির দায়ের করা প্রথম রিট পিটিশনে (২০০ ৮সালের সি.ডাব্লিউ.জে.সি-৪৬৩৭) অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট সরবরাহ পুনঃবিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্দেশ্যে ৩৫ লক্ষ টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল এবং এই পরিমাণ, আমরা অবহিত, তারা জমা দিয়েছে। সরবরাহ লাইনটিও ২৪.৫.২০০৮ তারিখে পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। কিন্তু ২রা এপ্রিল ২০০৮ থেকে ২৪শে মে ২০০৮ সালের মধ্যে, কোম্পানির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। এরপর, বিভিন্ন সময়ে বকেয়া, ডিপিএস এবং ২০০৩ আইনের ৫৬ ধারার অধীনে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার একটি নতুন নোটিশ সহ বিভিন্ন দাবি করা হয়েছিল। ২০০৯ সালের ২২শে মে ২০০৯ তারিখে ৫ই জুন ২০০৯ তারিখের একটি বিলের বিরুদ্ধে কোম্পানিটি আবার ফোরামের দ্বারস্থ হয়। ফোরাম দাবি স্থগিত করে এবং বোর্ডকে উত্তরদাতা নং ১-এর সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করা থেকে বিরত রাখার নির্দেশ দেয়। কিন্তু ৭ই আগস্ট, ২০০৯ তারিখে, আবারও কোম্পানির সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করা হয়, যার ফলে কোম্পানি তৃতীয় রিট পিটিশন দায়ের করে, যা ২০০৯ সালের সিডব্লিউজেসি ৯৭৪২ হিসেবে নিবন্ধিত ছিল। সেই রিট পিটিশনে একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করা হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে ৪০ লক্ষ টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর ৬ই নভেম্বর ২০০৯ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং আরও ৪০ লক্ষ টাকা জমা দিতে হবে। এই অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ ১৫ই অক্টোবর ২০০৯ তারিখে জারি করা হয়। উক্ত অর্থ জমা দেওয়া হয় এবং সরবরাহ পুনরুদ্ধার করা হয়। পরিশেষে, বিজ্ঞ একক বিচারক ২৯.৪.২০১০ তারিখে প্রদত্ত একটি সাধারণ রায় এবং আদেশের মাধ্যমে তিনটি রিট পিটিশন নিষ্পত্তি করেন। নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী এবং পর্যবেক্ষণ সহ: -

"(১) বোর্ডকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার সময়কালের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে করা দাবিগুলি মুছে ফেলতে হবে, কারণ উপরে যেমন দেখানো হয়েছে, প্রতিটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা অবৈধ, ভুল ছিল এবং আবেদনকারীকে এই ধরনের ভুল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার সময়কালের জন্য অর্থ প্রদান করা যাবে না।

(২) আবেদনকারীর বিল এবং দায়বদ্ধতাকে প্রাথমিক সময়কাল থেকেই পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে, পূর্বোক্ত চার্জগুলি মুছে ফেলতে হবে, এর মধ্যে পরিশোধের জন্য যথাযথ ক্রেডিট দিতে হবে এবং তারপর চূড়ান্ত পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে।

(৩) যে চূড়ান্ত পরিমাণ অর্থের জন্য বোর্ডকে এক মাসের সময়সীমা মঞ্জুর করা হয়েছে, বোর্ড তার বিষয়ে সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়ে বিলটি পরিবেশন করবে, উপরে উল্লিখিত চার্জগুলি মুছে ফেলবে।

(৪) যেহেতু এই আদালত দেখেছে যে দাবি করা পরিমাণগুলি ভুলভাবে দাবি করা হয়েছিল, তাই ১৯৯৫ (২) পিএলজেআর ৭১৫-এ প্রতিবেদন করা এম/এস গয়া রোলার ফ্লাওয়ার মিলস প্রাইভেট লিমিটেড বনাম বিহার রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ডের মামলায় এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধিত বিলগুলিতে বকেয়া বকেয়া বিলম্বিত পরিশোধের চার্জ থাকবে না।

(৫) একটি অন্তর্বর্তী আবেদনের আবেদনকারী আবেদন করেছেন যে তিনি সরকারের ২০০৬ সালের শিল্প নীতির অধীনে ছাড় পাওয়ার অধিকারী। সেই বিরোধটি শিল্প উন্নয়ন কমিশনারের কাছে বিচারাধীন রয়েছে। আবেদনকারীর সেই কর্তৃপক্ষের সামনে বিষয়টি চালিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা থাকবে।

৮) প্রথমে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দেব যে, ২০০৩ সালের আইনের ৪২ (৫) ধারার অধীনে ফোরামের কোম্পানির আবেদন গ্রহণ ও নির্ধারণ করার এখতিয়ার ছিল কি না। আমাদের এখানে উল্লেখ করতে হবে যে, আপিল বেঞ্চের সামনে বোর্ডের আইনজীবী তার সামনে উত্থাপিত বিরোধের বিচারের জন্য ফোরামের এখতিয়ার স্বীকার করেছিলেন। এটি আপিল বেঞ্চের সামনে বোর্ডের আইনজীবী জমা দেওয়ার নথি থেকে প্রদর্শিত হয় যা আপিলের অধীনে রায়ে প্রদর্শিত হয়ঃ

".....আমাদের সামনে, বোর্ডের আইনজীবী মোটামুটি স্বীকার করেছেন যে ফোরামের বিরোধ নিষ্পত্তির এখতিয়ার রয়েছে....."

৯) কিন্তু আমরা যদি এই ভিত্তিতেও এগিয়ে যাই যে, বিচার বিভাগীয় ফোরামের সামনে আইনের ক্ষেত্রে যে ছাড় দেওয়া হয়েছে, যার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমরা এই আপিলগুলি শুনছি, তা কোনও পক্ষকে এই ধরনের ছাড়ের জন্য বাধ্য করবে না, তবে আমরা এমন কোনও আইন খুঁজে পাই না যা রিড্রেসাল ফোরামকে বিরোধের বিচার করতে বাধা দেয়। ২০০৩ সালের আইনের ৪২ (৫) ধারায় বলা হয়েছেঃ

'৪২)বিতরণ অনুমতিপত্রধারিদের দায়িত্ব এবং উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার-(১) XXX XXX

২) XXX XXX XXX

৩) XXX XXX XXX

৪) XXX XXX XXX

(৫) প্রতিটি বিতরণ অনুমতিপত্রধারীকে, অনুমতিপত্র প্রদানের নির্ধারিত তারিখ বা তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে, যেটি আগে হবে, রাজ্য কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্ট নির্দেশিকা অনুসারে গ্রাহকদের অভিযোগের প্রতিকারের জন্য একটি ফোরাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১০)২০০৩ সালের আইনের ২(১৫) ধারায় 'ভোক্তা' শব্দটিকে নিম্নলিখিত শর্তে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ-

২.(১৫)"ভোক্তা" বলতে এমন কোনও ব্যক্তিকে বোঝায় যাকে এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনও আইনের অধীনে অনুমতিপত্রধারী বা সরকার অথবা জনসাধারণকে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবসায় নিয়োজিত অন্য কোনও ব্যক্তি তার নিজস্ব ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করে এবং এর মধ্যে এমন কোনও ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত যার আবাসন বর্তমানে লাইসেন্সধারী, সরকার বা ক্ষেত্রমত অন্য কোনও ব্যক্তির কাজের সাথে বিদ্যুৎ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সংযুক্ত রয়েছে;

১১) উত্তরদাতা সংস্থাটি এই বর্ণনার সঙ্গে মানানসই। একটি মামলা তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছিল যে যেহেতু সংস্থাটি একটি উচ্চ-চাপের বাণিজ্যিক গ্রাহক, তাই তারা ফোরামে আবেদন করতে পারে না। এই বিবেচনায়, গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তি ফোরাম এবং বিদ্যুৎ ন্যায়পাল নিয়ন্ত্রণ, ২০০৬-এর ধারা ২ (১) (ছ)-এ নির্দিষ্ট গ্রাহকের সংজ্ঞাটির উপর নির্ভর করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই বিধিটি নির্দিষ্টভাবেঃ-

"২(১)(ছ):- "উপভোক্তা" "অর্থ যে কোনও ব্যক্তি যিনি অনুমতিপত্রধারীর দ্বারা নিজের ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় এবং তার মধ্যে এমন কোনও ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত যার প্রাঙ্গণ বিদ্যুৎ পাওয়ার উদ্দেশ্যে কোনও অনুমতিপত্রধারি বা ব্যক্তির কাজের সাথে সংযুক্ত থাকে যার বিদ্যুৎ সরবরাহ কোনও অনুমতিপত্রধারীর দ্বারা সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বা যে ব্যক্তি আবেদন করেছেন "

কিন্তু আমরা সংস্থাটির ফোরামে যাওয়ার অধিকারকে অস্বীকার করার কোনও কারণ খুঁজে পাই না। বিদ্যুৎ ব্যবহারের উদ্দেশ্য হতে পারে বিক্রয়ের জন্য জিনিসপত্র উৎপাদন করা, কিন্তু তাদের দ্বারা বিদ্যুৎ ব্যবহার বা ব্যবহার ছিল তাদের নিজস্ব কারখানার জন্য।

১২) এরপর প্রশ্ন আসে যে ফোরাম কর্তৃক স্থগিতাদেশের আদেশ সত্ত্বেও বোর্ডের পক্ষ থেকে কোম্পানির সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করা কি অনুমোদিত ছিল? আমরা বিতর্কের সেই দিকটি নিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের রায় থেকে অনুচ্ছেদটি পুনরুত্পাদন করেছি। আমরা সেই বিষয়ে ডিভিশন বেঞ্চের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। বোর্ড কোনও বিধিবদ্ধ ফোরামের নির্দেশ উপেক্ষা করে গ্রাহকের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া বৈধ সে সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ধারণা আমদানি করতে পারত না।

১৩) আমাদের সামনে যে তৃতীয় বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়েছে তা হলো, সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে সরবরাহ বন্ধ থাকাকালীন সময়কালে কোম্পানিকে এ.এম.জি.চার্জ দিতে হবে কিনা।

ফোরামটি ২৯.১০.২০০২ (সরবরাহের সাধারণ শর্তাবলী) তারিখের ৪৭৭ নং প্রজ্ঞাপন উল্লেখ করে গ্রাহকদের অবস্থান মেনে নেয় যে বোর্ড তা করতে পারে না। ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখের ফোরামের আদেশে সেই সার্কুলারের ৬ (খ) এবং ৬ (খ) অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

"যদি বোর্ডের বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য কোনও গ্রাহকের লাইন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ৩ মাসের জন্য সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে, তবে লাইন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার তারিখটি চুক্তি সমাপ্তির জন্য বিজ্ঞপ্তির তারিখ হিসাবে বিবেচিত হবে এবং চুক্তিটি বন্ধ হয়ে গেছে বলে মনে করা হবে এবং সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার মাস থেকে গণনা করা তিন মাস পরে নির্ধারিত হবে। গ্রাহক ন্যূনতম শক্তি/চার্জ/ডিমান্ড চার্জ দিতে দায়বদ্ধ হবেন; এই ৩ মাসের জন্য ট্যারিফ বিধান অনুসারে"

"যদি, চুক্তি সমাপ্তির পরে, গ্রাহক তার প্রাঙ্গনে সরবরাহ করার অনুরোধ নিয়ে এগিয়ে আসে, তবে তাকে নতুন আবেদনকারী হিসাবে বিবেচনা করা হবে, তবে তিনি পূর্ববর্তী সংযোগগুলির বিরুদ্ধে সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করবেন।"

১৪)২০০৬ সালের ১৭ই এপ্রিল তারিখের পরে উত্থাপিত বিলগুলিতে পরিমাপ করা এএমজি চার্জগুলি সেই সময়কালকে বিবেচনায় নেয়নি, যে সময়ের মধ্যে গ্রাহকের সরবরাহ বিচ্ছিন্ন ছিল। অন্যদিকে, বোর্ডের পক্ষ থেকে ১৬ই এপ্রিল ২০০৪-এর সরবরাহ চুক্তির ৯ (ক) এবং (খ) প্রকরণের উপর নির্ভরতা রাখা হয়েছিল যাতে বলা হয় যে, বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হওয়ার তারিখ থেকে প্রথম তিন বছরের মধ্যে ৪৭৭ নং বিজ্ঞপ্তি কার্যকর করা যেত না। এই দুটি ধারাতে লেখা ছিলঃ-

৯ (ক) বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হওয়ার তারিখ থেকে তিন বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ভোক্তা এই চুক্তি নির্ধারণ করতে পারবেন না। বোর্ডকে লিখিতভাবে কমপক্ষে বারো ক্যালেন্ডার মাসের পূর্ববর্তী নোটিশ প্রদানের পর গ্রাহক এই চুক্তিটি কার্যকর করতে পারবেন এবং এই বিজ্ঞপ্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এই চুক্তিটি বন্ধ হয়ে যাবে এবং বোর্ডের কাছে অর্জিত কোনও অধিকারের ক্ষতি না করে নির্ধারণ করা হবে, তবে শর্ত থাকে যে, গ্রাহক বোর্ডের পূর্ব সম্মতিতে যে কোনও সময় এই চুক্তিটি অন্য কোনও ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর এবং অর্পণ করতে পারবেন এবং

এই ধরনের হস্তান্তরের সাবস্ক্রিপশনের পরে, এই চুক্তিটি হস্তান্তরকারী এবং বোর্ডের উপর বাধ্যতামূলক হবে এবং সর্বোপরি কার্যকর হবে যেন হস্তান্তরকারী মূলত গ্রাহকের পরিবর্তে এখানে একটি পক্ষ ছিলেন, যিনি এখন থেকে এর অধীনে বা এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত দায় থেকে মুক্ত হবেন।

(খ) যদি এই চুক্তি এবং/অথবা আইনের অধীনে বোর্ড কর্তৃক তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে গ্রাহকের সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং গ্রাহক উপরে বর্ণিত সরবরাহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণের অনুস্মারক সময়ের মধ্যে আইন অনুসারে পুনরায় সংযোগের জন্য আবেদন না করেন বা বিজ্ঞপ্তির সময়কাল যেটি আরও দীর্ঘ হয়, তবে তিনি চুক্তি নির্ধারণের জন্য পূর্বোক্ত প্রকরণ ৯ (ক)-এর পরিপ্রেক্ষিতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন বলে মনে করা হবে এবং বাধ্যতামূলকভাবে সরবরাহের সুবিধা গ্রহণের উপরের অনুস্মারক সময়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে বা বিজ্ঞপ্তির সময়কাল যেটি আরও দীর্ঘ হয়, এই চুক্তিটি বন্ধ হয়ে যাবে এবং উপরের মতো একইভাবে নির্ধারণ করা হবে।

১৫) রিড্রেসাল ফোরাম তার ১২ই ফেব্রুয়ারী ২০০৮-এর ক্রমে (মামলা নং. ১০৮/২০০৭) উক্ত প্রজ্ঞাপনটিকে আংশিকভাবে কোম্পানির পক্ষে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করেছেঃ -

সুতরাং, এটা খুবই স্পষ্ট যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার মাসের তিন মাস পর, অর্থাৎ চুক্তির সমাপ্তির পর, গ্রাহক বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ২০০৫-২০০৬ সালের এ.এম.জি. বিল এবং ২০০৬ সালের আগস্ট মাসের মাসিক বিদ্যুৎ বিলের ২০টি সমান কিস্তি পরিশোধের জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বোর্ডের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রজ্ঞাপন লঙ্ঘন করে ১১.০৪.২০০৭ তারিখে সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুনঃসংযোগের সাথে কিস্তির চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং অর্থ রসিদ নং - ৪৪৪৯২০ এবং ৪৪৪৯২১ অনুসারে যথাক্রমে ৯,২৭,২৫৭.০০ টাকা (প্রথম কিস্তি) এবং ২,০০০=০০ টাকা সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুনঃসংযোগ চার্জ গ্রহণের পর ১৬.০৪.২০০৭ তারিখে লাইনটি পুনরায় সংযোগ করা হয়েছিল; যেখানে আবেদনকারী/গ্রাহককে নতুন আপীলকারী হিসেবে গণ্য করা হত।

ইএসই/পাটনার এই চিঠিতে আরও বলা হয়েছে যে পুনঃসংযোগের সময়, গ্রাহককে এই সংযোগের সময়কালে অর্থাৎ ১১/২০০৬ থেকে ৪/২০০৭ পর্যন্ত নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল এবং এএমজি বিল প্রদান করা হয়েছে যার মূল্য ৭০,২৩,১৪৯.০০ টাকা।

ফোরাম দেখেছে যে, ৪/২০০৭ মাসের জ্বালানি বিল জারি করার সময়, বিল জারিকারী কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ ইএসই (ভোক্তা ও রাজস্ব)/পাটনা ইলেকট্রিক্যাল সার্কেল, ১.১১.২০০৬ থেকে ৩০.০৪.২০০৭ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য এমএমসি বিল জারি করেছে, যার মধ্যে ৭০,৩৬,৯৪৬,০০ টাকা রিবেট উল্লেখ করা হয়েছে, যদি ১৬.০৫.২০০৭ সালের আগে পরিশোধ করা হয়।

তার জারি করা বিদ্যুৎ বিলের কপি পরীক্ষা করে, ফোরাম দেখতে পায় যে, ৪/২০০৭ মাসের বিল হিসেবে উল্লেখিত এই বিদ্যুৎ বিলটি ভুলভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং চুক্তির সমাপ্তির পর ধার্য করা হয়েছে, বোর্ডের প্রজ্ঞাপন অনুসারে, গ্রাহক/আবেদনকারীকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার মাস থেকে তিন মাসের জন্য অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ২০০৬ এবং অক্টোবর ২০০৬ মাসের জন্য এ.এম.জি. চার্জ এবং নভেম্বর ২০০৬ মাসের জন্য মাসিক ন্যূনতম বেস চার্জ পরিশোধ করতে হবে, তাই ডিসেম্বর ২০০৬ থেকে মার্চ ২০০৭ সময়কালের জন্য মাসিক ন্যূনতম বেস চার্জ আদায়/আদালত সম্পূর্ণ অবৈধ এবং ভুল।

ফোরাম আরও আবিষ্কার করেছে যে, মাসিক ন্যূনতম ৫৭,৯৪,৭৪০ টাকা মূল চার্জের উপর ৩,৪৭,৬৮৪ টাকার ৬% বিদ্যুৎ শুল্ক ভুলভাবে আরোপ করা হয়েছে, যেখানে ৬% হারে বিদ্যুৎ শুল্ক কেবলমাত্র ইনস্টল করা মিটারে দেখানো রিডিং অনুসারে রেকর্ড করা এবং গণনা করা ইউনিটগুলির শক্তি চার্জের উপর প্রযোজ্য হবে।

যদিও ১২.০৪.২০০৭ তারিখে গ্রাহক কর্তৃক ২০০০=০০ টাকার ডিসি অ্যান্ড আরসি চার্জ ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া হয়েছে, তবুও এই ২০০০=০০ টাকার পরিমাণ আবার ৪/২০০৭ মাসের তাৎক্ষণিক বিল, যা ৪.০৫.২০০৭ তারিখে জারি করা হয়েছিল, এবং যার মেয়াদ ১৬.০৬.২০০৭ তারিখে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে চার্জ হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা এই বিলটিকে ভুল বলে প্রমাণিত করে।"

১৬) এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, সংবিধিবদ্ধ ফোরাম বোর্ড কর্তৃক জারি করা কিছু বিজ্ঞপ্তি নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। আমরা মনে করি না যে, এই পর্যায়ে উক্ত বিজ্ঞপ্তিটির প্রয়োগযোগ্যতা এবং ব্যাখ্যার সাথে সম্পর্কিত এই ধরনের অনুসন্ধানে আমাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত।

১৭) চুক্তির ৯ (ক) এবং (খ) প্রকরনে বিধানগুলির ক্ষেত্রে, প্রথম বিধানটি কোনও গ্রাহকের চুক্তি নির্ধারণের অধিকারকে বাধা দেয় যদি না কিছু শর্ত পূরণ করা হয়। তবে ফোরাম দ্বারা নির্ভর করা বিজ্ঞপ্তিটির বৃহত্তর প্রয়োগ রয়েছে এবং এর প্রয়োগযোগ্যতা বোর্ড দ্বারা বিতর্কিত হয়নি। বোর্ডের যুক্তি হল যে ফোরাম সার্কুলারের ধারা ৬ (খ) (i) মেনে চলেনি, যা বোর্ডের মতে,

সরবরাহের সাধারণ শর্তাবলীর আংশিক পরিবর্তন গঠন করে। আমরা এই যুক্তিটি গ্রহণ করি না, বিশেষত এই আপিলগুলির বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে। বোর্ড বকেয়া পরিশোধ এবং সরবরাহ পুনরুদ্ধারের জন্য কিস্তিতে সম্মত হয়েছিল। সেই ভিত্তিতে, প্রদত্ত ক্ষেত্রে কোম্পানির সরবরাহের শর্তাবলীর সাথে একটি স্বাধীন ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল।

১৮) এখন যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা বাকি রয়েছে তা হল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার বিজ্ঞপ্তি জারি করার পরে কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব ২০০৩ সালের আইনের ৫৬ ধারার কঠোরতা থেকে তাদের অব্যাহতি দিতে পারে কিনা, যা সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করার সাথে সম্পর্কিত, এই ভিত্তিতে যে এই ধরনের উপস্থাপনা দেখায় যে ভোক্তার পক্ষ থেকে বিদ্যুতের কোনও চার্জ দিতে কোনও অবহেলা করা হয়নি। আইনের ৫৬ ধারায় বলা হয়েছেঃ-

৫৬) অর্থপ্রদানের অভাবে সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করা-(১) যে ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি অনুমতিপত্রধারি বা উৎপাদনকারী সংস্থাকে বিদ্যুৎ সরবরাহ, সঞ্চালন বা বিতরণ বা চাকা চালানোর ক্ষেত্রে তার কাছ থেকে প্রাপ্য বিদ্যুতের জন্য কোনও চার্জ বা বিদ্যুতের জন্য চার্জ ব্যতীত অন্য কোনও পরিমাণ দিতে অবহেলা করেন, সেই ক্ষেত্রে অনুমতিপত্রধারি বা উৎপাদনকারী সংস্থা, লিখিতভাবে কমপক্ষে পনের দিনের বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পরে এবং মামলা দ্বারা সেই চার্জ বা অন্যান্য পরিমাণ পুনরুদ্ধারের অধিকারের প্রতি কুসংস্কার না করে, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করতে পারেন এবং সেই উদ্দেশ্যে কোনও বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইন বা অন্যান্য কাজ যা সেই অনুমতিপত্রধারীর সম্পত্তি বা উৎপাদনকারী সংস্থার সম্পত্তি, যার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ, প্রেরণ, বিতরণ বা চাকা করা হতে পারে, তা কেটে বা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারেন এবং সেই চার্জ বা অন্য কোনও পরিমাণ পর্যন্ত সরবরাহ বন্ধ করতে পারেন, এবং তার সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করা হবে না যদি এই ধরনের ব্যক্তি প্রতিবাদের মুখে জমা দেন,-

(ক) তার কাছ থেকে দাবি করা যোগফলের সমান পরিমাণ, অথবা

(খ) প্রতি মাসের জন্য তার কাছ থেকে প্রাপ্য বিদ্যুতের খরচ পূর্ববর্তী ছয় মাসে তার দ্বারা প্রদত্ত বিদ্যুতের গড় চার্জের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে,

যেটি কম, তার এবং অনুমতিপত্রধারীর মধ্যে যে কোনও বিরোধের নিষ্পত্তি মুলতুবি রয়েছে।

(২) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার অধীনে কোন গ্রাহকের কাছ থেকে বকেয়া অর্থ, সেই পরিমাণ প্রথম বকেয়া হওয়ার তারিখ থেকে দুই বছর পর আদায়যোগ্য হবে না, যদি না সেই পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহের বকেয়া হিসাবে ক্রমাগত আদায়যোগ্য হিসাবে দেখানো হয় এবং অনুমতিপত্রধারি বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ না করেন।"

১৯)উপরোক্ত বিধান অনুসারে, সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করা হল সরবরাহকারীকে মামলা দায়েরের মাধ্যমে আদায়ের স্বাভাবিক পদ্ধতির পাশাপাশি প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা। একক বিচারক এবং হাইকোর্টের আপিল বেঞ্চ উভয়ই রায় দিয়েছেন যে উত্তরদাতা কোম্পানি তাদের পাওনা পরিশোধে অবহেলা করেনি, যে কারণে সরবরাহকারী সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে আরও কঠোর পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারতেন। একক বিচারক দুটি কর্তৃপক্ষের কথা উল্লেখ করেছেন, নাগপুর সিটি কর্পোরেশন বনাম নাগপুর ইলেকট্রিক লাইট অ্যান্ড পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড - (এআইআর ১৯৫৮ বোম্বে ৪৯৮) এবং অ্যামালগ্যামেটেড কমার্শিয়াল ট্রেডার্স বনাম এ.সি.কে. কৃষ্ণস্বামী - (১৯৯৫) (XXV) সিসি ৪৫৪ যেখানে বলা হয়েছে যে, যদি পাওনার পরিমাণ নিয়ে পক্ষগুলির মধ্যে প্রকৃত বিরোধ থাকে, তাহলে এই পরিমাণ অর্থ পরিশোধ না করা অর্থ প্রদানে অবহেলা বলে গণ্য হবে না। প্রথম কর্তৃপক্ষটি ভারতীয় বিদ্যুৎ আইন, ১৯১০ এর ধারা ২৪(১) এর সাথে সম্পর্কিত, যার বিধান ২০০৩ সালের আইনের ধারা ৫৬ এর অনুরূপ। দ্বিতীয় মামলাটি কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর অধীনে অবসান প্রক্রিয়া শুরু করার সাথে সম্পর্কিত। অন্য কর্তৃপক্ষটি উল্লেখ করা হয়েছে লক্ষ্মীকান্ত রেভচাঁদ ভোজওয়ানি এবং অন্য বনাম প্রতাপসিং মোহনসিংহ পরদেশী - (১৯৯৫) ৬ এসসিসি ৫৭৬ এর মামলা। এই মামলায়, জড়িত বিষয়গুলির মধ্যে একটি ছিল ভাড়ার বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থতা, যার জন্য উচ্ছেদের দাবি করা যেতে পারে। আদালত দেখেছে যে সেই মামলায় ভাড়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মানি অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধ করার দাবি করা হয়েছিল। এটি রায় দেওয়া হয়েছিল যে সহজভাবে পরিশোধ করা কোনও মামলার খেলাপি নয় এবং তাই প্রযোজ্য ভাড়া আইনের অধীনে উচ্ছেদের দিকে পরিচালিত ডিফল্ট বিধানের কঠোরতা হ্রাস পেয়েছে।

২০) যতদূর পর্যন্ত বিষয়গত বিতর্কের কথা বলা যায়, এএমজি চার্জ পরিশোধ করার জন্য উত্তরদাতা সংস্থার বাধ্যবাধকতা নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই, অন্তত প্রথম বিলের ক্ষেত্রে। কিস্তির জন্য এর প্রতিনিধিত্ব ছিল করুণার আবেদনের প্রকৃতির। কেবল সেই বিষয়টির উপর ভিত্তি করে, আমরা হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতে পারি নি যে গ্রাহক আইনের ৫৬ ধারায় অন্তর্ভুক্ত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার বিধানের জন্য অর্থ প্রদান করতে অবহেলা করেননি।

কিন্তু উত্তরদাতা কোম্পানির ক্ষেত্রে, কিন্তু উত্তরদাতা কোম্পানির ক্ষেত্রে, একবার কিস্তি পরিশোধের জন্য আবেদনটি গৃহীত হলে এবং বকেয়া পরিশোধের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে, এটি আপিল বোর্ডের কাছে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে কোম্পানির পক্ষ থেকে বকেয়া পরিশোধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। বিষয়টি দীর্ঘ সময়ের জন্য মুলতুবি রাখার পরে কোম্পানির এই ধরনের আবেদন গ্রহণ করা হয়েছিল। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আমাদের মতে, হাইকোর্ট তার সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল যে ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬-এ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কাজটি নির্বিচারে ছিল। এই কারণে আমরা নীচের আদালতগুলির সিদ্ধান্তকে বিঘ্নিত করতে চাই না।

২১) বোর্ডের দায়ের করা আপিলগুলি সেই অনুযায়ী খারিজ করা হয়। পাটনা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় বহাল রয়েছে। সমস্ত সংযুক্ত আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না

দিব্যা পান্ডে

আপিল খারিজ করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal